এই খানে

সমুদ্রঢুকে যায় নদীতে নক্ষত্র মেশে রৌদ্রে
ট্রামেরঘন্টিতে বাজে চলা ও থামার নির্দেশ
দাঁড়িয়ে চার্মিনার ঠোঁটে আমি রক্তের হিম ও উষ্ণতা
ছুয়েঁ উঠে আসাকবিতার রহস্যময় পদধবনি শুনি-- শুনি
কবিতার পাশেআত্মার খিস্তি ও চিৎকার এই খানে
অস্পষ্টকু-আশার চাঁদ এইখানে ঝরে পড়ে গণিকার ঋতুস্রাবে
এইখানে ৩২৩খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের কোন গ্রিক বীর রমণ বা ধর্ষণের
সাধ ভুলে ইতিহাসে গেঁথে দেয় শৌর্য ও বীর্যএইখানে
বিষ্ণুপ্রিয়ারশরীরের নরম স্বাদ ভুলে একটি মানবী থেকে
মানবজাতির দিকে
চলে যায়চৈতন্যের উর্দ্ধবাহু প্রেম --সর্বোপরি
ইতিহাস ধর্মচেতনার ওপর জেগে থাকে মানুষেরউত্থিত পুষাঙ্গ এইখানে
এইখানে কবর থেকে উঠে আসা অতৃপ্ত প্রেমিকের কামগন্ধ
কয়েক লক্ষ উপহাসের মুখোমুখি বেড়ে ওঠে আমার উচচাশাএইখানে
প্রকৃত প্রশ্নিল চোখে চোখ পড়লে কুঁকড়ে যায় আমারহৃদ্‌পিণ্ড এইখানে
এইখানে সশ্রদ্ধদৃষ্টির আড়ালে যাবার জন্য পা বাড়াতে হয়
আমি নারীমুখদেখার ইচ্ছায় মাইলের পর মাইল হেঁটে দেখি
শুধু মাগিদের ভীড়
সাতাশ বছর -একা-একা সাতাশ বছর ব্যক্তিগত বিছানা শুয়ে দেখি
মেধাহীন ভবিষ্যৎজরাগ্রস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর পাশে কবিদের কবিতা
চারিধারে ঢিবিদেওয়ালের নিরেট নিঃশব্দ অন্ধকার।

ফাল্গুনী রায়